শিবপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী

বর্ধিত চাহিদা মেটাতে চাই পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা, ২৪শে নভেম্বর — রাজ্যে পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র গড়ে তোলা হবে। তাপবিদ্যুৎ, জলবিদ্যুতের পাশাপাশি রাজ্যে পারমাণবিক বিদ্যুৎও দরকার। কারণ বিদ্যুতের চাহিদা বাড়ছে। বিরোধীরা যতই বাধা দিক আমরা এ রাজ্যে পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র করবোই। শুক্রবার বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড সায়েন্স ইউনিভার্সিটির ১৫০ বছর পূর্তি অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য একথা বলেন।

১৮৫৬ সালে অধুনা বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড সায়েন্স ইউনিভার্সিটির সূচনা। মহাকরণের একটি ঘরে এর যাত্রা শুরু এবং ১৮৫৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন লাভ করে। মূলত সে সময় পূর্ত দপ্তর, সার্ভে ডিপার্টমেন্ট ও রেলওয়ের বিভিন্ন কাজের জন্য দক্ষ কর্মী যোগান দেওয়ার লক্ষ্য নিয়ে এর পথচলা শুরু। ১৮৮০ সালে শিবপুরে ১২১ একর জমির উপর শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ চালু হয়। দীর্ঘ পথ পেরিয়ে শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ১৯৯২ সালে ডিম্ড বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে স্বীকৃতি পায়। ২০০৪ সালে এটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা পায়। বর্তমানে বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড সায়েন্স ইউনিভার্সিটি জাতীয়

● সপ্তম পৃষ্ঠায় দেখুন

বি ই কলেজ থেকে বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড সায়েন্স ইউনিভার্সিটি। দেড়শো বছরের পথ পরিক্রমার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত জানানো হচ্ছে মুখ্যমন্ত্রীকে। পাশে সুদর্শন রায়চৌধুরী ও নিখিলরঞ্জন ব্যানার্জি। শুক্রবার শিবপুরে।

চাই পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্র

● প্রথম পৃষ্ঠার পর

জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা পাওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী তাঁর ভাষণে বলেন, বহু ভালো ছাত্র এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করেছেন। আজ তাঁরা দেশ-বিদেশে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত। বহু নতুন নতুন আধুনিক পাঠক্রম এই বিশ্ববিদ্যালয় চালু করেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ন্যানোটেকনোলজি। রাজ্য সরকারও এই ক্ষেত্রটিতে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। আবার তেমনি চালু করেছে ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট কোর্স। বিকল্প শক্তি বা অপ্রচলিত শক্তি বিষয়ক কোর্সও চালু করেছে। এ রাজ্যে তাপবিদ্যুৎ আছে, কিছু জলবিদ্যুৎ আছে। রাজ্য সরকার এখন পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনে উদ্যোগী হয়েছে। বিরোধীরা এতে বাধা দিচ্ছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে আমরা পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র করবোই। পাশাপাশি অপ্রচলিত শক্তি ক্ষেত্রে আশা করবো এই বিশ্ববিদ্যালয় সাহায্য করবে। কানাডা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতায় অটোমোবাইল শিল্প নিয়ে এখানে কাজ হচ্ছে। এক সময় শিল্প বিশেষ করে অটোমোবাইল শিল্পে রাজ্য শীর্ষে ছিল। তারপর বিভিন্ন কারণে এখান থেকে অটোমোবাইল শিল্প চলে গেছে চেন্নাই, মুম্বাই। এখন আমরা পশ্চিমবঙ্গে এই শিল্পকে পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা করছি। রাজ্যে হিন্দমোটর কারখানা আছে। টাটারা এখানে অটোমোবাইল শিল্পে আসছে। এছাড়া আরও অনেক অটোমোবাইল শিল্প সংস্থা এ রাজ্যে আসছে কিংবা আসার আগ্রহ প্রকাশ করছে।

ভট্টাচার্য বলেন, একবিংশ শতাব্দী হচ্ছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগ। মানবসভ্যতার কল্যাণে আজ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভাবনীয় অগ্রগতি ঘটেছে। উন্নত দেশগুলিতে এই অগ্রগতি অভাবনীয়ভাবে হয়েছে। কিন্তু আজ সারা বিশ্ব দুটো ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। গরিব-বড়লোক কিংবা উত্তর-দক্ষিণে। উন্নয়নশীল দেশগুলির কাছে এটাই চ্যালেঞ্জ। আমাদেরকে আরও অগ্রসর হতে হবে। চীনের অগ্রগতি আজ চোখে পড়ার মতো। দেশে যেমন বিনিয়োগ আসবে তেমনি দরকার প্রযুক্তি। পশ্চিমবঙ্গে আজ বেশ কিছু উৎকর্ষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে। কল্যাণীতে জাতীয় বিজ্ঞান কেন্দ্র হচ্ছে। রাজ্যে উন্নত প্রযুক্তি ও কারিগরি আরও চাই যাতে উন্নত মানবসম্পদ গড়ে তোলা যায়। এই উন্নত মানবসম্পদকে নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ দেশের শীর্ষে যাবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমরা চাইছি পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক উন্নয়ন। কৃষির অগ্রগতির পর রাজ্যে এখন দরকার শিল্পের অগ্রগতি। আরও বেশি করে দরকার রাস্তাঘাট, সমুদ্র বন্দর, বিমানবন্দর, এস ই জেড। এর জন্য প্রয়োজন আরও উন্নত মানবসম্পদ। এই উন্নত মানবসম্পদকে নিয়ে আমরা শীর্ষে যাবো। তিনি বলেন, রাজ্যের উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড সায়েন্স ইউনিভার্সিটিকে জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে বলেছেন। প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখতে বলেছি। ইতোমধ্যে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থ বরাদ্দের জন্য প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখেছি। পাশাপাশি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীকে আসার জন্য বলেছি। উনি ডিসেম্বরে আসবেন বলে জানিয়েছেন।

রাজ্যের উচ্চশিক্ষামন্ত্রী সুদর্শন রায়চৌধুরী বলেন, রাজ্যে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে গুণগত মান বৃদ্ধির উপর জোর দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আরজি জানানো হয়েছে এই বিশ্ববিদ্যালয়কে জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ার। বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড সায়েন্স ইউনিভার্সিটির উপাচার্য ড. নিখিলরঞ্জন ব্যানার্জি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় ক্যাম্পাস করার জন্য রাজ্য সরকারের কাছে জমি চাওয়া হয়েছে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে আরজি জানানো হয়েছে একটি চেয়ার সৃষ্টির জন্য। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন কানাডার উইন্ডসর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিন ড. গ্রাহাম রিডার, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র এস এস চক্রবর্তী, শান্তনু চ্যাটার্জি প্রমুখ।